**আধুনিক বিশ্লেষণের আলোয় মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে ঈশ্বরের কণার ধারণা**

**Srikanta Das,M.A in Sanskrit.UGC NET Qualified(2023), W.B Set Qualified (2023),Ex. Student of Bundelkhand University Campus,Jhansi and A.M. Teachers Training Institute, Murshidabad,742201. W.B.India**

**সারসংক্ষেপ**:-

মহাবিশ্বের উৎপত্তির রহস্য কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সেই প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বরের কণাগুলির ধারণা অত্যন্ত উপকারী।সিইআরএন (জেনেভা)-এর একদল গবেষক 2012 সালে অধরা হিগস ক্ষেত্র, যা ঈশ্বরের উপাদান নামেও পরিচিত, তা আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় একটি ব্যাপক গবেষণা করেন।বিগ-ব্যাং হাইপোথিসিস, অন্ধকার, উপাদান, স্থান, ভর এবং পারমাণবিক তত্ত্ব সবই সৃষ্টি প্রকৃতি বা বিশ্বের জন্ম ধারণা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যা ভারতীয় দর্শনে পাওয়া যায়।এই উভয় ধারণার অন্তর্নিহিত চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রগুলি স্বতন্ত্র। ব্রহ্ম তত্ত্ব, যা প্রায়শই ব্রহ্ম ধারণা হিসাবে পরিচিত, দর্শনে ঈশ্বর উপাদানের সংজ্ঞা।কণা বিজ্ঞানের একটি ধারণা যা "ঈশ্বরের উপাদান" নামে পরিচিত, তা অন্যান্য উপাদানকে ভর দেওয়ার জন্য দায়ী।বেদগুলি অধরা ঈশ্বরের কণা সরবরাহ করেছে, যা "সুবর্ণ বিকাশ" নামেও পরিচিত, কণার জন্য একটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক শব্দ যা একটি পরমাণুর গর্ভে উপস্থিত হয় এবং মৌলিক কণাগুলিকে ভর দিয়ে সৃষ্টির ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।হিরণ্যগর্ভ এবং নাসদীয় সূক্তে মহাবিশ্বের জন্মের ধারণাটি সহজেই সনাক্ত করা যায়। আমরা এখন এই ঈশ্বর কণার অন্তর্নিহিত অনুমান দেখতে পাচ্ছি, যা হিগস হাইপোথিসিস বোসন।এই ধারণাটি গবেষকরা যেভাবে মনে করেন মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে সমর্থন করে। বিজ্ঞানীদের মতে, মহাবিশ্বের জন্মের জন্য বিগ ব্যাং তত্ত্ব অপরিহার্য।

বিগ ব্যাং নামে পরিচিত ঘটনাটি আমাদের মহাবিশ্বের বিবর্তনের পুরো প্রক্রিয়াটির সূচনা করেছিল। যাইহোক, মহাবিশ্বের অস্তিত্ব বিগ ব্যাংয়ের আগে ছিল এই ধারণাটি অজানা।মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং রহস্য সম্পর্কে বিগ ব্যাং তত্ত্বের ব্যাখ্যা ঋগ্বেদ দ্বারা সমর্থিত।যদিও ব্রহ্ম তত্ত্ব একটি হিন্দু দার্শনিক ধারণা, ভগবান কণা কণা বিজ্ঞানের আদর্শ তত্ত্বের একটি অপরিহার্য উপাদান এবং কেন অন্যান্য কণাগুলির ভর রয়েছে তা স্পষ্ট করতে সহায়তা করে, যা পৃথিবীর সমস্ত কিছুর জন্মের মূল কারণ।এটি প্রাকৃতিক জগতে জন্মের মৌলিক ধারণা বা ধারণার কথা বলে।

মূল শব্দঃ কণা পদার্থবিজ্ঞান, ব্রাহ্মণ তত্ত্ব, হিরণ্যগর্ভ এবং নাসদীয় সুক্ত, হিন্দু দর্শন, ভগবান কণা।

**বিমুর্তঃ**

মহাবিশ্বের উৎপত্তি বোঝার জন্য ঈশ্বরের কণাগুলি বোঝার প্রয়োজন। এই সমস্যা নিয়ে কথা বলার দুটি উপায় রয়েছে।

1টি। সমসাময়িক, বা বৈজ্ঞানিক (কণা পদার্থবিজ্ঞান) দিক

2. একটি দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক উপাদান, যেমন প্রাচ্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানl

এই দুটি ধারণার ধারণাগত ক্ষেত্রগুলি স্বতন্ত্র। দর্শনে "ভগবানের কণা" শব্দটি ব্রহ্ম তত্ত্ব বা ব্রহ্ম নীতিকে বোঝায়। কণা পদার্থবিজ্ঞানের একটি ধারণা যা "ঈশ্বর কণা" নামে পরিচিত, তা অন্যান্য কণাগুলিকে ভরের সাথে উপস্থাপন করার দায়িত্বে রয়েছে।উভয়ের মধ্যে একটি মৌলিক সাদৃশ্য হল যে তারা উভয়ই বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে, যা মহাবিশ্বের সৃষ্টি বা অস্তিত্বের সারমর্ম। তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক কারণ প্রত্যেকেরই অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

হিগস তত্ত্ব বোসন, কখনও কখনও কণা পদার্থবিজ্ঞানে ঈশ্বর কণা হিসাবে উল্লেখ করা হয়, একটি প্রাথমিক কণা যা স্বাভাবিক মডেল আশা করে।বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী কণা ত্বরক, লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারে, বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ-চাওয়া হিগস বোসন আবিষ্কারের সত্যতা যাচাই করেছেন, যা সাধারণত "ঈশ্বর কণা" হিসাবে পরিচিত। এই কণাটি প্রোটন এবং ইলেকট্রন সহ সমস্ত প্রাথমিক কণাগুলিকে ভর সরবরাহ করতে সহায়তা করে, উদাহরণস্বরূপ, ভর রয়েছে।একটি পরীক্ষাগারে কি ঈশ্বরের একটি কণা আবিষ্কৃত হতে পারে? পরীক্ষাগারে, শুধুমাত্র তাদের প্রভাব দৃশ্যমান হয়; আমরা প্রোটন বা ইলেক্ট্রনগুলিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখতে অক্ষম। আমরা আমাদের প্রাচীন সাহিত্য এবং প্রজ্ঞা থেকে জানি যে ব্রহ্ম তত্ত্ব বা ভগবানের কণার একটি প্রভাব রয়েছে ।সৃষ্টির তত্ত্ব, যা ভর, শক্তি এবং মহাকর্ষীয় বলের সমীকরণের সাথে যুক্ত, হিগস বোসন ক্ষেত্র বা দেবতা কণা দ্বারা মোকাবিলা করা হয়। উপনিষদ, পুরাণ, বেদ এবং ভারতীয় দর্শন মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং উৎপত্তি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা প্রদান করে।পারমাণবিক তত্ত্ব, উপাদান, স্থান, ভর এবং অন্ধকার পদার্থের ধারণাটি সৃষ্টি প্রকৃতি বা মহাবিশ্বের সৃষ্টি তত্ত্ব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেমনটি ভারতীয় দর্শনে উল্লিখিত হয়েছে।বিগ ব্যাং অনুমান, শক্তি এবং শক্তি ক্ষেত্র।

**হিরণ্যগর্ভ সূক্ত এবং পারমাণবিক তত্ত্বের ধারণাঃ**

আমরা তিনটি প্রাথমিক কণার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিঃ প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেক্ট্রন।

পদার্থের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করার জন্য, পদার্থের পারমাণবিক তত্ত্বঃ যার উপাদানগুলি হল পৃথিবী, সৌরজগত, মহাবিশ্ব এবং সমস্ত ছায়াপথ। পদার্থের মৌলিক গঠনকারী অংশগুলিকে পরমাণু বলা হয় এবং পরমাণুগুলি একত্রিত হয়ে অণু গঠন করলে আরও জটিল একক তৈরি হয়।এক বা একাধিক প্রোটন এবং প্রচুর সংখ্যক নিউট্রন নিউক্লিয়াস তৈরি করে; যেমন আমি আগেই উল্লেখ করেছি, এই কণাগুলি পরীক্ষাগারে অদৃশ্য; যা দৃশ্যমান তা হল ফলাফল।ঈশ্বর বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষকও নন; তিনি কেবল ফলাফল দেখতে পারেন।

পারমাণবিক তত্ত্ব অনুসারে, পৃথিবী, সৌরজগত, মহাবিশ্ব এবং ছায়াপথগুলি একই মৌলিক নির্মাণ ব্লক দ্বারা গঠিত।বেদগুলি হিগস বোসন দিয়েছে, যা একটি পরমাণুর গর্ভে আবির্ভূত হয় এবং যাকে "ঈশ্বরের কণা" বলা হয়, একটি বৈজ্ঞানিক নামকরণ যা "সোনার ভ্রূণ" নামে পরিচিত। মৌলিক কণাগুলিকে ভর, সৃষ্টির ভিত্তি প্রদান করে।এটি ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে অদৃশ্য স্থানটি নিউক্লিয়াসকে আবদ্ধ করে এবং কণাগুলিকে ভর দেয়, যা তাদের গ্রহ এবং তারা তৈরি করতে একত্রিত করতে সক্ষম করে। প্রাথমিকভাবে, এটি তৈরি করা হয়েছিল।একটি পরমাণুর গর্ভের ভিতরে। সীলমোহরের উপর, এটি দেখানো হয়েছে। সমস্ত সৃষ্ট প্রাণীর একমাত্র জন্মদাতা ভগবান হিরণ্যগর্ভ প্রথম আবির্ভূত হন।ঋগ্বেদের হিরণ্যগর্ভ সূক্ত অনুসারে, ঈশ্বর সর্বপ্রথম মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যা সর্বত্র বিদ্যমান এবং সর্বত্র পরিবেষ্টিত।

তিনি সৃষ্টির সমগ্র সমষ্টিগত সম্পূর্ণতা ধারণ করেছিলেন, এটিকে সর্বোচ্চ গোয়েন্দা হিসাবে অ্যানিমেট করেছিলেন।

জটাহ পাতিরেকাসিতা হিরণ্যগর্ভ সমবর্তাগ্রে ভূতস্য।

সা দধার পৃথ্বিম্ ধ্যামুতেমাম কাসমাই দেবায়াহবিসা বিধিমাল।।

সমস্ত সৃষ্ট প্রাণীর একমাত্র এবং জন্মগত প্রভু হিরণ্যগর্ভ প্রথম আবির্ভূত হন।এই পৃথিবী ও আকাশ তাঁর দ্বারা স্থির ও প্রতিষ্ঠিত।কাকে আমাদের বলিদান দেওয়া উচিত?এটি ইঙ্গিত করে যে হিরণ্যগর্ভ শুরু থেকেই সেখানে ছিলেন।জন্মের সময় তিনি পৃথিবী ও আকাশ উভয়কেই সমর্থন করেছিলেন এবং সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র প্রভু ছিলেন।বিজ্ঞান, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের তত্ত্ব এবং নাসদীয়া সুক্তঃ

ঋগ্বেদে নাসাদিয়া সুক্ত নামে একটি সুক্ত রয়েছে, যা 129তম অধ্যায়ে পাওয়া যায়।এতে প্রায় সাতটি শ্লোক রয়েছে। এটি সৃষ্টির সাতটি অংশের স্তবকে বর্ণিত হয়েছে।

এই উপাদানগুলি, যা আমরা কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান এবং বলবিজ্ঞান থেকে জানি, সেই সময়ে কীভাবে উপস্থিত ছিল তা লক্ষণীয়।সেই সময়ে, অস্তিত্ব বা অস্তিত্বের অস্তিত্ব ছিল না। এর উপরে আকাশ বা বায়ুও ছিল না।কী লুকিয়ে ছিল? কোনটার মধ্যে? এটা কার সুরক্ষা?

জল কি এমন গভীরতায় পৌঁছেছিল যা অকল্পনীয় ছিল?

তখন অমর জীবন বা মৃত্যু ছিল না এবং দিন ও রাতের কোনও প্রতীকী অর্থ ছিল না।

অন্যান্য সমস্ত জিনিসের অস্তিত্ব ছিল না, এবং একজনকে অক্ষয় শক্তির অনুভূতিতে পরাস্ত করা হয়েছিল।

প্রথমে, অন্ধকার অন্ধকারের দ্বারা লুকিয়ে ছিল; স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অভাবে সবকিছুই জল ছিল।

শূন্যতার দ্বারা যা লুকিয়ে ছিল তা তাপের শক্তিতে তৈরি হয়েছিল।শুরুর বিন্দুতে, আকাঙ্ক্ষা একটিতে এসেছিল।

বলা যায়, এটিই ছিল সমাপ্ত পণ্যের প্রথম বীজ।জ্ঞানী ঋষিরা, নিজেদের মধ্যে তাকিয়ে, সত্তা এবং অস্তিত্বহীনতার মধ্যে সংযোগ আবিষ্কার করেছিলেন।তাদের মরীচি অস্পষ্টতার মধ্য দিয়ে কেটে দেয়, আলো নিক্ষেপ করে।কিন্তু সে কি উপরে বা নিচে দাঁড়িয়েছিল?সেখানে ফলদায়ক শক্তি এবং সৃজনশীল শক্তি ছিল।আবেগ উপরে ছিল এবং শক্তি নিচে ছিল।

কে নিশ্চিত করে বলতে পারে? কে এখানে তা ঘোষণা করতে যাচ্ছে?

এটি কীভাবে তৈরি হয়েছিল এবং এই সৃষ্টির উৎপত্তি কোথায় হয়েছিল?

এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর দেবতাদের জন্ম হয়।

তাহলে, কে বলতে পারে যে এর উৎপত্তি কোথায়?সৃষ্টির উৎস কেউ জানে না; এবং এটি তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে কি না।যে কেউ সর্বোচ্চ স্বর্গ থেকে এর দিকে তাকায়।একমাত্র তিনিই জানেন, হয়তো তিনি জানেন না।হিরণ্যগর্ভ এবং নাসদীয় সুক্তে মহাবিশ্বের গঠনের ধারণা সহজেই পাওয়া যায়।আমরা এখন এই ঈশ্বর কণার অন্তর্নিহিত অনুমান দেখতে পাচ্ছি, যা একটি হিগস বোসন। এই তত্ত্বটি বিজ্ঞানীদের মতে মহাবিশ্বের অস্তিত্বের উপায়কে সমর্থন করে।

1964 সালে স্কটিশ পদার্থবিজ্ঞানী পিটার হিগস এবং অন্যান্যদের দ্বারা উপস্থাপিত ধারণা অনুসারে হিগস বোসনকে মিডিয়া দ্বারা "ঈশ্বর কণা" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, একটি অদৃশ্য, মহাবিশ্ব-বিস্তৃত ক্ষেত্রের শারীরিক প্রদর্শন দেখেছিল যা বিগ ব্যাংয়ের পরপরই সমস্ত পদার্থকে ভর দিয়েছিল এবং নক্ষত্র, গ্রহ এবং অন্যান্য সমস্ত কিছু গঠনের জন্য কণাগুলিকে একত্রিত হতে বাধ্য করেছিল।কণা পদার্থবিজ্ঞানের প্রচলিত আদর্শ মডেলটি ভুল হবে যদি হিগস ক্ষেত্র এবং হিগস বোসোনের অস্তিত্ব না থাকে।

"না গণ, না হিগস, না তুমি, না আমি, আর কিছুই না।ব্রহ্মা ও সত্-চিত্-আনন্দ। ভগবানের কণার বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট যে "ভগবানের কণা" শব্দটি ব্রহ্ম তত্ত্বকে বোঝায়।তত্ত্ব মূল ধারণাকে বোঝায়। বৈদিক ঋষিরা দেবতার কণার মতো ব্রাহ্মণ নীতি বলে থাকেন। অজ্ঞাত এবং বোধগম্য না হলেও, ব্রহ্মা এখনও চূড়ান্ত "জ্ঞানের জ্ঞাতা" এবং সমস্ত জ্ঞানের উদ্দেশ্য। যদিও এটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কাজ করে, ইন্দ্রিয়গুলি চেতনা জানতে অক্ষম।উপনিষদের মতে, জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল এটিকে উপলব্ধি করা।আত্মাকে উপলব্ধি করার পর, একজন মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি পায়।এটি সমস্ত দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত ঐক্য কারণ এটি একটি জিনিস যা সমস্ত অসঙ্গতিগুলিকে মিটমাট করতে পারে।

ব্রহ্মা এবং আত্মা উভয়ই একই; আহম্ ব্রহ্মাস্মি, রাসো ভাই স্যাম এবং আয়াম আত্মা ব্রহ্মা দেখুন।

আমাদের বৈদিক ঋষিদের মতে, ভগবানের কণাগুলির আবিষ্কার আত্মা তত্ত্ব আবিষ্কারের সমতুল্য।এতে সমস্ত জীবন্ত এবং নির্জীব বস্তু রয়েছে।এর মধ্যে দেবতা, মানুষ এবং অমানবিক প্রাণী রয়েছে। হিন্দু দার্শনিকরা এটিকে ব্রহ্মা হিসাবে উল্লেখ করেছেন, অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা যা মহাবিশ্বের অন্তর্নিহিত, এবং এটির নাম দিয়েছেন আত্মা, অবিচ্ছেদ্য আত্মা যা প্রতিটি ব্যক্তির ভিতরে বাস করে।সমস্ত জীবের মধ্যে রয়েছে আত্মা, যা বিশালের চেয়ে বড় এবং ছোটর চেয়ে ছোট, তাদের হৃদয়ে সমাহিত। যখন একজন মানুষ তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হয়, তখন সে মানসিক ও সংবেদনশীল প্রশান্তি অনুভব করে, যা তাকে আত্মার মহিমা এবং দুঃখ থেকে মুক্ত হতে দেয়।সম্পূর্ণতার ধারণা-ওম, সেটি পূর্ণ-ব্রহ্মতত্বকে সহজ করে তোলে। সেই পরিপূর্ণতা থেকেই এই পরিপূর্ণতা অনুমান করা হয়েছে। যেহেতু এই পরিপূর্ণতা তার সাথে মিলিত হয়।

‘এটাই সম্পূর্ণতা, এর সবকিছু।

ওম্ শান্তি, শান্তি, শান্তি!

এই মহাবিশ্বের শক্তি ক্ষেত্র বা বিশুদ্ধ চেতনা ব্রহ্ম নামে পরিচিত।আমাদের এই রাজ্যে, তিনি পূর্ন, বা নিখুঁত।নাম এবং রূপগুলি মায়া, যা পদার্থ হিসাবে উল্লেখ করা হয়, এবং এটি প্রকাশ্য মহাবিশ্বকে বোঝায়, যা নিখুঁত, ঠিক বিশুদ্ধ চেতনার মতো।এটি ইঙ্গিত করে যে মহাবিশ্ব নিজেকে ব্রহ্মা হিসাবে উপলব্ধি করে যখন জ্ঞান এটি সম্ভব করে তোলে।তার সমস্ত যুক্তি সহ, আধুনিক বিজ্ঞান মহাবিশ্বের সৃষ্টিকে সম্বোধন করেছে। পদার্থের উৎপত্তি বোঝা দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞানীদের জন্য হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।একটি স্বীকার্য কণা, যাকে তার প্রবক্তাদের নামে হিগস বোসন কণা বলা হয়, দুটি পদার্থবিজ্ঞানী দ্বারা পদার্থের ভর সরবরাহকারী কণা হিসাবে প্রস্তাবিত হয়। মহাবিশ্বে এই ধরনের কণার অস্তিত্ব আছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য বিজ্ঞানীরা বর্তমানে জেনেভার সার্ন সুবিধায় পরীক্ষা চালাচ্ছেন।

জেনেভায় সিইআরএন-এর পদার্থবিজ্ঞানীদের মতে, "ঈশ্বরের কণা" বস্তুগত অস্তিত্ব অর্জনের জন্য পদার্থকে তার ভর দেয়। অতএব, সমস্ত সৃষ্টির উৎস হল এক ভগবানের কণা। মহাবিশ্বের দেব কণাগুলি ভর স্থানান্তরের মাধ্যমে পদার্থের জন্ম দেয়। ব্রহ্ম তত্ত্ব বা দেবতার কণার মাধ্যমে আমাদের প্রাচীন জ্ঞান সৃষ্টির সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে। এটি হল সচ্চিদানন্দ, আনন্দম্ (আনন্দ) চিত্ (সচেতনতা বা জ্ঞান) এবং সত্যের সংমিশ্রণ। আক্ষরিক অর্থে, "সত" মানে "অস্তিত্ব" বা "মহাবিশ্বের গঠন"। যেমন মরুভূমি ছাড়া মরীচিকার অস্তিত্ব বোঝা যায় না, তেমনই ব্রহ্ম ছাড়া মহাবিশ্বের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এর থেকে বোঝা যায় যে, পাত্র বা গাছের মতো পরীক্ষামূলক বস্তু হওয়ার পরিবর্তে ব্রহ্মর অস্তিত্ব পরম অস্তিত্ব হিসাবে রয়েছে, যা মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য বস্তুগত বস্তুর উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয়। অপরিবর্তনীয় অস্তিত্বের ভিত্তি ছাড়া-ব্রহ্ম-কোনও বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না, তা সে বাস্তব হোক বা কল্পিত।

ঋগ্বেদের হিরণ্যগর্ভ সূক্তে এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এটি বলে যে পৃথিবী শূন্য থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। শুরুতে এ সব কিছুই ছিল না। এটি দৃঢ় এবং প্রসারিত হয়েছিল। ততদিনে এটি ডিমে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। ঋগ্বেদের গোড়ার দিকের ঋগ্বেদের উপস্থাপনাগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, বস্তুর সেই মৌলিক পর্যায়ে নাসত, না অসত, অস্তিত্ব বা কিছুই ছিল না। তা সত্ত্বেও, এই বইগুলিতে অ-অস্তিত্বকে "অ-প্রকাশ" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষেপে, এই সত্তাগুলি কেবল নাম এবং রূপ নির্মাণের আগে তাদের অস্তিত্বকে প্রকাশ করে। ঋগ্বেদে "সত্" (সত্তা) শব্দটি প্রকৃত সত্তাকে বর্ণনা করে।ব্রহ্মাকে মহাবিশ্ব এবং বস্তু হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অধঃস্তর ছাড়াও এই জগৎ, বস্তু এবং অন্যান্য সুন্দর জিনিসগুলি আকৃতি, রূপ এবং নামে আলাদা, তবে এটি বাস্তবতা নয়; এই নাম এবং রূপটি মায়া। প্রযুক্তিগতভাবে, কেউ সোনার ব্রেসলেট এবং কানের দুলের মধ্যে পার্থক্য বলতে সক্ষম হতে পারে, তবুও তারা উভয়ই সোনা দিয়ে তৈরি। সমুদ্র এবং তার ঢেউগুলি মূলত একই রকম।

বাস্তব জীবনে, মহাবিশ্বে কেবল ব্রহ্ম রয়েছে। ঋষি আরুণী তাঁর পুত্রকে ছান্দ্যোগ্য উপনিষদে বর্ণিত একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দৃশ্যে নির্দেশ দেন। "প্রিয় স্বেতকেতু, আপনি কি কখনও এমন নির্দেশ চেয়েছেন যা আমাদের শুনতে পায় না, যা উপলব্ধি করা যায় না তা উপলব্ধি করতে এবং যা জানা যায় না তা জানতে সক্ষম করে? বাবা ইঙ্গিত করেন, "কারণ আপনি এত উদ্ধত কারণ নিজেকে এত ভালো পড়া এবং এত কঠোর মনে করেন, আমার প্রিয়? "স্যার, সেই নির্দেশ কী? ছেলেকে জিজ্ঞেস করে।জবাবে আরুণী উত্তর দেয়, "আমার প্রিয়তমা, যেমন কাদামাটির তৈরি সমস্ত কিছু এক টুকরো কাদামাটির দ্বারা জানা যায়, তেমনি পার্থক্য (ভিকার) কেবল একটি নাম, যা কথা থেকে উদ্ভূত হয়, তবে সত্যটি হ 'ল সমস্ত কিছু কাদামাটি; এবং ঠিক যেমন, আমার প্রিয়তমা, সোনার তৈরি সমস্ত কিছু এক টুকরো সোনার দ্বারা জানা যায়, পার্থক্যটি কেবল একটি নাম, যা কথা থেকে উদ্ভূত হয়, তবে সত্যটি হ' ল সমস্ত কিছু সোনার... তবুও, আমার প্রিয়, জগতের বিভিন্ন বস্তুগুলিকে নাম ও আকৃতি দ্বারা অন্যান্য বস্তু থেকে আলাদা করা যেতে পারে, তবুও সেগুলি সবই শেষ পর্যন্ত ব্রহ্ম তত্ত্ব বা ঈশ্বরের উপাদান।সৃষ্টি ও ধ্বংসের এই পরীক্ষামূলক রাজ্যে, ব্রহ্ম তত্ত্ব বা দেবতার কণাগুলি সর্বত্র ভর আকারে বিদ্যমান। কারণ এবং প্রভাব প্রকৃতিতে অভিন্ন; অন্যটি ছাড়া, পরেরটি কেবল একটি নাম বা শব্দের একটি স্ট্রিং। যদিও জগতের সবকিছুই আসলে ব্রহ্ম, তবুও এর মধ্যে পার্থক্য গড়ে ওঠে। এই বিশাল মহাবিশ্বে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই।এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রহ্ম হল সমস্ত সত্তার জন্য সচেতনতা বা চিত্ত। ব্রহ্মার আলো আলোকিত করে

সূর্য, চাঁদ, তারা এবং মহাবিশ্বের অন্যান্য সমস্ত কিছু। এই অভিনব ধারণার জন্য শব্দটি, যা ভিতরে এবং বাইরে উভয় বিশ্বকে কম্পন করে, তা হল শক্তি ক্ষেত্র।

তাঁকে ছাড়া আত্মা বা আত্মা বলে কিছু থাকতে পারে না।চেতনা সমগ্র মহাবিশ্বের কারণ। এটি এমন একটি নাটক যা দেখায় যে কীভাবে একজনের নৈতিক বিবেক নিজেকে প্রকাশ করে। প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিরাও এই বিষয়ে একই কথা বলেছিলেন। তারা উপাদানগুলি জানা দিয়ে শুরু করার পরামর্শ দিয়েছিল এবং এমনকি পরম ব্রহ্মকেও তত্ব হিসাবে উল্লেখ করেছিল। তত্ত্ব হল সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ একটি নীতি বা নিয়মের ব্যবস্থা। তাঁরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে, এই মহাবিশ্বে ব্রাহ্মণ নীতি ঈশ্বরের কণার মতো।সত্তায়, ঈশ্বর বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রমাণিত নন। বিজ্ঞানীরা যা বলেছেন তা সত্য, তবে একটি ইলেক্ট্রন, প্রোটন বা নিউট্রনের অস্তিত্ব থাকলে তা বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রদর্শিত হতে পারে। যদি কেউ তাদের সাক্ষী না থাকে তবে আপনি কেন দাবি করবেন যে তারা আছে? বিজ্ঞানীরা বলেন, "কারণ আমরা তাদের প্রভাব অনেক উপায়ে দেখতে পাই, যদিও আমরা তাদের দেখতে পাই না।" অতীন্দ্রিয়বাদীরা ধারাবাহিকভাবে বলে, "আমরা এর প্রভাব দেখতে পাই, কিন্তু ঈশ্বরকে বস্তুনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় না।"এটি চেতনা, আলো বা শক্তির ক্ষেত্রের মূল ধারণা যা অন্ধকার নির্মূল করে, ঠিক যেমন ব্রহ্ম সত্তার সারমর্ম।যারা আত্মাকে জানে তারা যা জানে তা বিশুদ্ধ, আলোর আলো এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মা। একমাত্র আমরা ব্রহ্মার শক্তির প্রভাবগুলি ব্যাখ্যা করতে পারি, যা গাছ, নদী, বাড়ি এবং কাঠ সহ সমস্ত উপাদান এবং বস্তুগুলিকে আলোকিত করে। এই শক্তি লক্ষ্য করা যায় না।অস্তিত্বের এই অগ্নি কেবল সেখানে বিদ্যমান নেই, সূর্য, চাঁদ, তারা বা বজ্রপাতও নেই। সবকিছু তাঁর পিছনে জ্বলজ্বল করে কারণ তিনি উজ্জ্বল। এই সমস্ত কিছু তাঁর আলোতে আলোকিত হয় । আনন্দই ব্রহ্ম। প্রতিটি প্রশ্নই ব্রহ্মার আনন্দে পরিপূর্ণ। এটি ছাড়া মানুষ কাজ করতে পারে না। আনন্দ সেই যে নিজেকে সৃষ্টি করেছে। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে জ্ঞান বা বোধ ছাড়া খাঁটি আনন্দের অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

ঐশ্বরিক কণাটি খুঁজে বের করার জন্য, আমাদের ব্রহ্ম তত্ত্বকে তার সবচেয়ে মৌলিক রূপে বুঝতে হবে। মহাবিশ্বের সূচনা সম্পর্কে আরও জানার জন্য, 2012 সালে একটি পরীক্ষা করা হয়েছিল। এটি প্রদর্শিত হওয়ার কথা ছিল যে এই উপসংহারে পৌঁছানো হয়েছিল-যে সমস্ত জীবন্ত এবং নির্জীব জিনিসগুলি দেবতার কণা বা ব্রহ্ম তত্ত্ব থেকে গঠিত। এই মহাজাগতিক জগতের জন্ম, যা অতীতে দেবতার কণার অনুরূপ ছিল, বেদ, পুরাণ এবং ঐতিহ্যের উল্লেখের মাধ্যমে সংস্কৃত সাহিত্যে দৃঢ়ভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম, সতচিত্ আনন্দ, এবং ক্ষুদ্র জগত এবং বৃহদাকার জগতের মতো বিভিন্ন দিকের ক্ষেত্রে ব্রহ্ম বা আত্মার শ্রেণিবিন্যাসের প্রেক্ষাপটে এই দেবতার কণা বা ব্রহ্ম তত্ত্বকে বোঝা অবিলম্বে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

বিগ ব্যাং তত্ত্বে ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়ের উপাদান বিগ ইমপ্যাক্ট থিওরি বৈজ্ঞানিক বোঝার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মহাবিশ্ব কীভাবে তৈরি হয়েছিল তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিগ ব্যাং তত্ত্ব হল আমাদের মহাবিশ্বের সমস্ত বিবর্তনের সূচনা বিন্দু। তা সত্ত্বেও বিগ ব্যাং-এর আগে মহাবিশ্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনও ঐকমত্য নেই। মহাবিশ্বের রহস্য এবং এর দীর্ঘ অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য, ঋগ্বেদ বিগ ব্যাং তত্ত্বের পক্ষে প্রমাণ সরবরাহ করে।আধুনিক বিগ ব্যাং তত্ত্ব এবং হিরণ্যগর্ভের পৌরাণিক ধারণার মধ্যে যে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে তা কৌতূহলোদ্দীপক। ঋগ্বেদের বিবর্তনের ধারণাটি সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয়, যেখানে সৃষ্টির বিগ ব্যাং অনুমানটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক।হিগস বোসনের জন্য, "ঈশ্বরের কণা" শব্দটি বিভ্রান্তিকর; এর জন্য বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাস বেদ থেকে এসেছে। সৃষ্টির ভিত্তি হল সোনার ভ্রূণ, যা একটি পরমাণুর গর্ভে প্রদর্শিত হলে প্রাথমিক কণাগুলিকে ভর দেয়। এটি আকাশ, গ্রহ এবং তারার গঠনের পদ্ধতি বর্ণনা করে। সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র জন্মগত প্রভু হিরণ্যগর্ভ শুরুতে উত্থিত হয়েছিলেন।তাঁর বাহুগুলি এগুলি, তাঁর এই স্বর্গীয় কর্মক্ষেত্রগুলি। লোকেরা সমুদ্রকে তাঁর অধিকার বলে অভিহিত করে এবং রাজা এই তুষারাবৃত পর্বতগুলিকে তাঁর বলে অভিহিত করেন। আমাদের আত্ম-প্রত্যাখ্যানের সাথে। কার দেবতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা দেখানো উচিত?

তিনি আকাশমণ্ডল ও আলোর রাজ্যকে টিকিয়ে রাখেন, পৃথিবীকে দৃঢ় করেন এবং আকাশকে শক্তিশালী করেন। তিনি মাঝ আকাশে অঞ্চলগুলি পরিমাপ করেছিলেন। আমাদের আত্ম-প্রত্যাখ্যানের সাথে। আমাদের কার উপাসনা করা উচিত?বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী কণা ত্বরক, লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার (এলএইচসি) এর কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে।

2012 সালে দীর্ঘ-প্রত্যাশিত হিগস বোসন বা "ঈশ্বর-কণা" চিহ্নিত করা। এই কণাটি প্রোটন এবং ইলেক্ট্রন সহ অন্যান্য সমস্ত প্রাথমিক কণায় ভর অবদান রাখে। বেদের ঋষিরা নির্দেশ দিয়েছিলেন যে প্রাথমিকভাবে মৌলিক উপাদানগুলি বুঝতে হবে, এমনকি ব্রহ্মকে-চূড়ান্ত-একটি তত্ত্ব হিসাবে উল্লেখ করতে হবে। মহাবিশ্ব এবং মহাবিশ্বের উৎপত্তির মধ্যে পাঁচটি মৌলিক অঙ্গ রয়েছে। এগুলি জল, বায়ু, আলো বা উজ্জ্বলতা এবং মাটি বা জমি নিয়ে গঠিত।ডার্ক ম্যাটার এবং গুপ্ত শক্তি আমরা "ডার্ক ম্যাটার" এবং "ডার্ক এনার্জি" বাক্যাংশগুলির কথা বলছি, যা বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের রহস্যের ব্যাখ্যায় সর্বব্যাপী বলে উল্লেখ করেছেন।

1. Chhandogya Upanishad (6|16|3).

2. Rigveda (10|121).

3. Rigveda,10|129- translated by A.A. Macdonnel.

4.Kathopnishad, (2|1|11).

5. Taitiriya Upanishad, (2|1|1).

6. বৃহদারণ্যক উপনিষদ, (2|5|19)।

Br̥hadāraṇyaka upaniṣada, (2|5|19).

9. Brihadaranyakopnishad, (1|4|10).

7. Higgs Boson: Physics Questions and Answers by Ahmed

Tarek.

8. Scientific articles and papers such as ATLAS and CMS

which were involve in the Higgs boson discovery.

9. Upanishad

10. 16.The God Particle: Leon Lederman and Dick Teresi.

11. ঋগ্বেদ,(10|121|4-5)।

R̥gbēda,(10|121|4-5).

12. ঐতরেয় উপনিষদ,(3|3)

Aitarēẏa upaniṣada,(3|3)

13. Taitiriya Upanishad,(2|7|1).

14. কাঠোপনিষদ,(1|2|20)

Kāṭhōpaniṣada,(1|2|20)

15. ঈশাবাসোপনিষদ

Īśābāsōpaniṣada

16. ছান্দোগ্য উপনিষদ।

Chāndōgya upaniṣada

17.কাঠোপনিষদ,(2|2|15)

18. www.google.com

19. Wwww. wikipedia.com